জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের গুরুত্ব

AL-BAYYINAH MEDIA

উস্তাদ আবূ সালেহ হাফিজাহুল্লাহ

পরিবেশনায়ঃ আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া

জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের গুরুত্ব

উস্তাদ আবু সালেহ হাফিজাহুল্লাহ

পরিবেশনায়ঃ আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد

দয়াময় মহান আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে আমরা ফজিলত পূর্ণ, পবিত্র যূল-হিজ্জাহ মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই দশকের সম্মান ও পবিত্রতা প্রকান্তে এই দশকের রজনীগুলোর নামে শপথ করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ–

والفجر، وليال عشر

"শপথ ভোরবেলার, শপথ দশ রাত্রির।" -সূরা ফজর (৮৯ : ১-২)

আয়াতে 'কসম দশ রাতের' বলে যূল-হিজ্জাহ-র দশকের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটিই সকল মুফাসসিরের মত। ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ মতটিই সঠিক। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছুর কসম করেন তা কেবল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাই প্রমাণ করে। কারণ, মহান সত্তা শুধুমাত্র মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরই কসম করেন।

আমরা অনেকেই এই জিলহজ্জ মাসের ইবাদতের কথা জানিনা বললেই চলে। আসলে এই মাসের প্রথম দশকের আমলগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এবং রামাদানের শেষ দশকের পরে আল্লাহর কাছে জিহাদের চেয়েও এই মাসের প্রথম দশকের আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়!

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমলই উত্তম

নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। (তাওহীদ পাবলিকেশন ৯৬৯, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯১৮)

শর্তহীন ভাবেই এই দিনগুলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এর প্রত্যেকটি দিন ঘন্টা মিনিট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر

ইহকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন সমূহ হল আইয়ামে আশর বা জিলহজের ১০ টি দিন। (ফাজায়িল আশরি জিলহাজ্জি লিত তিবারনি ১১)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشْرَةُ آلَافِ يَوْمٍ

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আইয়ামে আশরের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয় এর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার দিনের সমান আর আরাফার দিবাস দশ হাজার দিনের সমান। (শুয়াবুল ঈমান ৩৪৮৮)

প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইবাদতের মৌসুমগুলোকে সুন্দর প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বাগত জানানো। তাই আসুন বরকতময় 'যূল-হিজ্জাহ' মাসকে আমরা নিচে বর্নিত আমলের দারা স্বাগত জানাই।

এই দশটি দিন কাজে লাগানোর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা ও মানুষিক ভাবে প্রস্তুতির মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ পাকের নিকট বিনিত ভাবে উপস্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব।

একনিষ্ঠ মনে তাওবা করা ও সর্বদা আন্তরিক তাওবা জারি রাখা। সালাতের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া বিশেষ করে ফরজ, সুন্নাহ, তাহাজ্জুদ, বিতের, ইশরাক, চাশত এর পাশাপাশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করা।

বেশি বেশি দান সাদাকা করা, প্রতিদিন কম বেশি দান সাদাকা জারি রাখা, আল্লাহর নিকট বিনয়ী হওয়া, পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ, স্ত্রী –সন্তাদের সাথে উত্তম ব্যাবহার আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, মুসলিম ও অন্যান্য মাখলুকদের হক আদায় করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত সমূহের হেফাজত করবে তাকে গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করে তাকেও গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না, অথবা তাকে একান্ত আনুগত্য বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (সহিহ ইবনু খুজাইমাহ ১১৪২)

ব্যাস্ততা থাকলে সূরা কদর থেকে সর্বশেষ সূরা নাস পর্যন্ত পড়তে পারেন। কম সময়ে অতি সহজে ১০০ আয়াত পূর্ন করতে পারবেন।

عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَاج الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عليين

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে অজু করে ফরয সালাত আদায়

করার জন্য বের হয়েছে তার সাওয়াব একজন ইহরাম বাঁধা হাজির সাওয়াবের সমান। আর যে ব্যক্তি সালাতুয্ যুহার জন্য বের হয়েছে আর এই সালাত ব্যতীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সাওয়াব পাবে একজন 'উমরাহকারীর সমান। এক সালাতের পর অপর সালাত আদায় করা, যার মাঝখানে কোন বেহুদা কথা বলেনি তা "ইল্লিয়্যিন"-এ লেখা হয়ে থাকে। (হাসান : আবূ দাঊদ ৫৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩২০, আহমাদ ২২৩০৪, ২২৩৭৩)

বোনেরা নিজ স্বামী, ভাই, ছেলে কিংবা আপনকোনো পুরুষদের উৎসাহিত করতে পারেন। আপনিও সাওয়াব পাবেন তাহলে।

সূরা ইখলাস যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ পড়বেন। বেশি বেশি পড়বেন... তিনবার সূরা ইখলাস (কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরাটি) পড়লে আপনার আমলনামায় পুরো এক খতম কোরআন পড়ার সাওয়াব লেখা হবে। (সহীহ বুখারি ৫০১৫)

সূরা ইখলাস ১০ বার পড়লে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হয়।

أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأهاَ عِشْرِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে, আর যে ব্যক্তি ২০ বার পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে দুইটা প্রাসাদ তৈরি করা হবে, আর যে ব্যক্তি ৩০ বার পাঠ করবে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। (দারেমি ৩৪৭২)

জিলহজের প্রথম দশকে বেশি বেশি রোযা রাখুন। এবং বিশেষকরে আরাফার রোযাটি রাখুন যেদিন হাজীরা আরাফার ময়দানে থাকবে। আরাফার দিনের সিয়ামের ফজিলত হল বিগত এবং আগামী এই দুই বছরের গুনাহগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ

হুনাইদাহ ইবনু খালিদ (রহঃ) তার স্ত্রী থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশুরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম রাখতেন। (আবু দাউদ ২৪৩৭)

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

আর আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। (মুসলিম ১১৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৬১৩, ইসলামীক সেন্টার ২৬১২)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন আমল হলো বেশি বেশি তাকবীর তাহলীল তাহমিদ পাঠ করা। এভাবেও পড়তে পারবেন, “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ”।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্নিত, নাবী (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহর নিকট জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি এবং এই দশ দিনের আমল সবচেয়ে

বেশি প্রিয়। অতএব তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি করে তাহলীল, তাকবীর, এবং তাহমীদ পাঠ কর। (আহমদ ৬১৫৪)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (সূরাহ্ আল-বাকরাহ ২/২০৩) দ্বারা (জিলহজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং مَعْدُودَاتٍ দ্বারা ‘আইয়ামুত তাশরীক’ বুঝায়। ইবনু ‘উমার ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) এই দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাকবীরের সঙ্গে অন্যরাও তাকবীর বলত। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী (রহঃ) নফল সালাতের পরেও তাকবীর বলতেন। (বুখারি ৯৬৯ নং হাদিসের অধ্যায়)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

হজরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর জিকিরে থাকে, তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, সে পরিপূর্ণ একটি হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে।’ (তিরমিজি ৫৮৬)

[বিঃদ্রঃ মহিলারাও বাসায় মুসল্লায় বসে জিকির করে সূর্যোদয়ের পরে দু রাকাত নামায পড়লে সাওয়াব পাবে]

وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে (সাহায্য, সহযোগিতা, উপকার করার জন্য) কিছুক্ষণ সময় দেওয়া আমার কাছে এক মাস এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে, যেখানে ১ রাকাত নামায পড়লে ১ হাজার রাকাতের সমান) ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।' (আল মু'জামুল কাবির: ১৩৬৪৬)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র সনদ সূত্রকে নবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়্যাতে বিছানায় আসে কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা প্রবল হয়ে যাওয়ায় ভোর পর্যন্ত সে ঘুমে থাকে, তার জন্যে তার নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব দেয়া হবে, আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিদ্রা তার জন্যে সদাক্বাহ স্বরূপ হয়ে যাবে। (নাসায়ি ১৭৮৭)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে না বসা পর্যন্ত জান্নাতের খেজুর আহরণ করতে থাকে। অতঃপর সে বসলে রহমত

তাকে ঢেকে ফেলে। সে ভোরবেলা তাকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। সে সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। (ইবনু মাজাহ ১৪৪২)

নিচের জিকিরগুলোও বেশিবেশি পাঠ করবেনঃ-

রাসূল সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূর্য ওঠার আগে এবং বিকালে সূর্য ডোবার আগে ১০০ বার "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করবে তার জন্য তা ১০০টি (মক্কায় কুরবানীযোগ্য) উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি ১০০ বার "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করবে তার জন্য তা আল্লাহর পথে (জিহাদেরর জন্য) সওয়ারী ১০০টি ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, যে ব্যক্তি ১০০ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে তার জন্য তা ১০০টি ক্রীতদাস স্বাধীন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। (নাসাই সুনানে কুবরা ১০৬১৩)

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا " مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ " . فَقَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়াহ বিনতুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তিনি তার (ঘরে) নামাযের জায়গায় ছিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দুপুরে তার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং তাকে বললেনঃ তুমি কি তখন হতে এই অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে

কি কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না যা তুমি বলবে? “আল্লাহ তা’আলা তার সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ মহাপবিত্র” (৩ বার), “আল্লাহ তা’আলা তার সত্তার সন্তোষ মোতাবিক মহাপবিত্র” (৩ বার), “আল্লাহ তা’আলা তার আরশের ওজনের সমপরিমাণ মহাপবিত্র” (৩ বার), “আল্লাহ তার কালামের সমান মহাপবিত্র” (তিন বার)।

(মুসলিম ২৭২৬, তিরমিযি ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, ইবনে মাজাহ ৩৮০৮, আহমদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫)

দোয়াটি এভাবে পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

তিনবার পড়তে হবে।

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ . غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহামদিহি’ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরগাছ রোপণ করা হয়। (তিরমিজি : ৩৪৬৪)

حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجُلَسَائِهِ " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ " . فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ " يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ

সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেনঃ তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? উপস্থিতদের একজন প্রশ্ন করলেন, আমাদের

একজন কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে? তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ একশতবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করলে তার 'আমলনামায় এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম ২৬৯৮, তিরমিজী ৩৪৬৩)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ . وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক অংশ। 'আলহামদু লিল্লা-হ' মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং 'সুবহানাল্লা-হ ওয়াল হামদুলিল্লা-হ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। সালাত হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। সাদাকা হচ্ছে দলীল। ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর 'আল কুরআন' হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে আমলের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার আমল দ্বারা সে নিজেকে (আল্লাহর আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে। (মুসলিম ২২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২য় খণ্ড, ৪২৫; ইসলামিক সেন্টারঃ ৪৪১)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল

মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুলি শায়ইন ক্বাদীর’ দিনে দশবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাইলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান।” (রিয়াদুস সালিহিন ১৪১৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক প্রতিদিন একশ’বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও। (বুখারি ৩২৯৩, ৬৪০৫, মুসলিম ৪৮/১০, হাঃ ২৬৯১, আহমাদ ৮০১৪) (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৯৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৮৫০)

এছাড়াও সাধ্যমতো জানাযায় শরীক হওয়া, প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, খাদ্য খাওয়ানো , উত্তম পরামর্শ প্রদান, সমাজে শান্তি স্থাপন করা, এবং এমন আমল করা যার উপকার যাতে শুধু নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং অন্যরাও যাতে উপকার লাভ করতে পারে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানির পশু ক্রয় করা ও কুরবানী করা। নখ, চুল কাটা থেকে বিরত থাকা।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা জিলহজ্জ মাসের (নতুন চাঁদ দেখতে পাও) আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল না ছাটে ও নখ না কাটে। (মুসলিম ১৯৭৭, ৫০১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯৫৭, ইসলামিক সেন্টার ৪৯৬৩)

নিজে যেমন উক্ত নেক আমল সমূহ আদায় করব তেমনি সকলকে উক্ত আমল সমুহের প্রতি নসিহা করার পাশাপাশি সাহায্য সহযোগিতার করে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আরাফাহ'র দিন সূর্যাস্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের পাপরাশীও মুছে যায় এমন আশা পোষণ করার আহবান সকলের প্রতি।

হে আল্লাহ আমাদেরকে এই আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

○ ○ ○ ○